সংবাদ

তারিখ ... 29 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

59

Report

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ২৮ হাজার, শিক্ষক মাত্র ২৮৪

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত, বাড়ছে সেশনজট

আতাউর রহমান

শিক্ষক সঙ্কটের কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে শিক্ষক সঙ্কট নিরসনের জন্য যোগাযোগ করা হলেও কোন ফল পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট চারটি অনুষদের ২২টি বিভাগে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৮৪ জন। এর মধ্যে প্রায় ৮টি বিভাগে অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চলতি সপ্তাহে প্রায় ১১০ জন শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বরাবর আবেদন করবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি প্রেষণে থাকা শিক্ষকদের ৭০টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ডিজি অফিসে আবেদন জানানো হয়েছে। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও শিক্ষক সঙ্কটের কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষক স্বল্পতা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবলের অভাবে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। শিক্ষকরা বিরতিহীনভাবে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠক্রম শেষ করতে পারছেন না। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে যেমন পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না তেমনি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশেও বিলম্ব ঘটছে। ফলে বড় ধরনের সেশনজটের আশঙ্কা করছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান শিক্ষকদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিজ নিজ বিভাগে উপস্থিত থাকতে আদেশ জারি করেছেন। তিনি বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের অনুপাতে এত কম শিক্ষক আর স্বল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো সত্যিই কষ্টকর। ফলে আমাদের শিক্ষকরা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি চলমান শিক্ষক সঙ্কট দূর করতে আমরা উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাদানের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ২০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকা প্রয়োজন; কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২টি বিভাগে ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৮৪ জন। সে হিসাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ১শ' শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যবসায় শিক্ষা' অনুষদে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি। এ অনুষদের ৪টি বিভাগে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। আর ৪টি বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪১ জন। এর মধ্যে ৩টি বিভাগেই অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এ অনুষদে গড়ে প্রায় ১শ' ৯৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক। সামাজিক অনুষদভুক্ত ৪টি বিভাগে প্রায় পৌনে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন মাত্র ৫৬ জন শিক্ষক। এ অনুষদে গড়ে প্রায় ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক।

অন্যদিকে কলা অনুষদের ৬টি বিভাগে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৭৭ জন। গড়ে প্রায় ৮৪ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ৮টি বিভাগে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১১০ জন। এ অনুষদে গড়ে প্রায় ৬০ শিক্ষার্থী পাচ্ছে একজন শিক্ষক। তবে তুলনামূলকভাবে এ অনুষদে ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যবধান কম হলেও বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাস আর পরীক্ষার কারণে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় এ অনুষদের শিক্ষকদের। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে থাকা বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক জানান, পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে ক্লাসে পাঠদান ছাড়াও তাদের অন্যান্য কাজ করতে হয়। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফিরে নির্ধারিত ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। এতে সময়মতো শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম শেষ করা সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষকদের অনেক কষ্টের পরও নানাভাবেই ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক সঙ্কট দূর করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। শিক্ষক সঙ্কট দূর করার দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরাও। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, বছর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন আর বিভিন্ন ফি বাড়লেও শিক্ষক সঙ্কট দূর করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বছর বছর তাদের সেশনজটের কবলে পড়তে হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান। বিদ্যমান শিক্ষক সঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কথা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান 'সংবাদ'কে বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই শিক্ষক সঙ্কট দূর করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এর মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ, প্রবীণ শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীনভাবে নিয়োগও দিয়েছি। প্রেষণে বদলিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে অনেক শিক্ষককে। তিনি জানান, শূন্য পদে প্রেষণে বদলিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার জন্য ডিজি অফিসে ৭০ জনের তালিকা পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য চলতি সপ্তাহেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বরাবর আবেদন করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বড় ধরনের সেশনজটের আশঙ্কা করছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ